কালের কণ্ঠ

তারিখ ০৯ JUL 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

নির্দেশনা নয় সেটি ছিল নোট

শিক্ষামন্ত্রীর ওই নোটে সচিবের ক্ষমতা খর্ব করার মতো কিছু নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

একান্ত সচিবের কাছে দৈনন্দিন কাজ নিয়ে লেখা শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের অনানুষ্ঠানিক একটি নোট নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। ওই নোটের একটি অংশ নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, শিক্ষামন্ত্রী তাঁর মন্ত্রণালয়ের সচিব নজরুল ইসলাম খানের ক্ষমতা খর্ব করে নির্দেশনা জারি করেছেন। গতকাল বুধবার মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন, সেটি মন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক কোনো নির্দেশনা ছিল না। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পেন্ডিং কাজের তালিকা করে তিনি তাঁর একান্ত সচিবের (পিএস) কাছে পাঠিয়েছিলেন।

পিএসের কাছে পাঠানো সেই নোটে কোনো স্মারক নম্বরও ছিল না। নোটটি আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মকর্তাদেরও অবগত করানো হয়নি। অনানুষ্ঠানিক সেই নোটে মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের সব সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। একই সঙ্গে তাঁকে না জানিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়ার কথা বলেছেন। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর অলোচনার

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৫

নির্দেশনা নয় —

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

কথাও উল্লেখ করেছেন নোটে। শিক্ষাসচিব নিজেও বলেছেন, মন্ত্রীর কাছ থেকে এ ধরনের কোনো নির্দেশনা তিনি পাননি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পিএসের কাছে লেখা মন্ত্রীর নোটে মোট সাতটি বিষয় ছিল। এর মধ্যে প্রথমটি ছিল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়। মন্ত্রী পিএসকে জানিয়েছেন, ভিসিরা শুধু মন্ত্রীর সঙ্গেই বসতে চেয়েছেন। মন্ত্রী এ বৈঠকের জন্য সময় ঠিক রাখতে বলেছেন। এ বৈঠকের বিষয়েই নোটের দ্বিতীয় অংশে সেখানে তিনি বলেছেন, ভিসিদের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়টি সাংবাদিকদের জানাতে হবে। সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে কথা বলবেন মন্ত্রী। নোটের তৃতীয় অংশে বলা হয়েছে জেএসসি/জেডিসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপার উদ্যোগ নেবেন। আইনশৃঙ্খলা কমিটি সক্রিয় করে কাজ শুরু করবেন। মাধ্যমিক উইং, শিক্ষা বোর্ড ও অন্যান্য বোর্ডের প্রধান এবং কারো থাকা প্রয়োজন মনে হলে বলতে হবে। নোটের চতুর্থ অংশে বলা হয়েছে, এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল ৮ আগস্ট বা ৯ আগস্ট। সারসংক্ষেপ পাঠাতে হবে। পঞ্চম অংশে বলা হয়েছে, সিলেটের নর্থইস্ট ইউনিভার্সিটির তদন্ত কমিটির চিঠি আজই জরুরি ভিত্তিতে পাঠাতে হবে। এর পরের নোটে তিনি মন্ত্রণালয়ের সব সিদ্ধান্ত মন্ত্রীর চূড়ান্ত করার কথা বলেছেন। নোটের সপ্তম অংশে মন্ত্রী বলেছেন, ৯ জুলাই সকাল ১০টায় সব উইংপ্রধান ও দপ্তরপ্রধানদের সভা হবে। এক ঘণ্টার সভা। প্রয়োজনে সংসদ না থাকলে দুই-তিন ঘণ্টা হতে পারে। এভাবে সবাই প্রস্তুত থাকবেন। নোটের সর্বশেষে শিক্ষামন্ত্রী আরো কিছু বিষয় পরবর্তী সময়ে অবহিত করার কথা বলেছেন।

সাবেক মন্ত্রিপরিষদসচিব আলী ইমাম মজুমদার কালের কণ্ঠকে বলেন, রুলস অব বিজনেসে কার দায়িত্ব কী তা বলা হয়েছে। তবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের 'ডেলিগেশন অব পাওয়ার'-এ কর্মকর্তা পর্যায়ে নিষ্পত্তিযোগ্য কাজের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। কাজেই মন্ত্রী-সচিবের কাজ নিয়ে দ্বন্দ্ব হওয়ার কোনো কারণ নেই। গুরুত্বপূর্ণ পলিসি হলে মন্ত্রী পর্যায়ে নিষ্পত্তি হতে হবে। মন্ত্রী যদি সব কাজ নিজে দেখতে চান সেটা হবে অসম্ভব একটি বিষয়। সব ফাইল মন্ত্রীর কাছে পাঠানো অবাস্তব। এটা কখনোই সম্ভব নয়। প্রতিটি কর্মকর্তার কাজই নির্ধারিত। তাঁরা এর বাইরে যেতে পারেন না।

একজন সিনিয়র সচিব কালের কণ্ঠকে বলেন, মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সব পলিসি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত মন্ত্রীকে জানিয়েই নেওয়া হয়। এটা নতুন কোনো বিষয় নয়। মন্ত্রণালয়ের চিফ অ্যাকাউন্টিং অফিসার হিসেবে শিক্ষাসচিবও এসব বিষয়ে নিয়মিতই মন্ত্রীকে অবগত করেন।

সম্প্রতি অনলাইনে কলেজে ভর্তিপ্রক্রিয়াসহ বিভিন্ন কাজ নিয়ে মন্ত্রী-সচিবের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এই মতপার্থক্য একটি স্বাভাবিক বিষয়। কাজের ক্ষেত্রে ভিন্নমত প্রকাশকে স্বাগত জানানো উচিত। কিন্তু এ মতভিন্নতাকে পুঁজি করেছে কিছু গণমাধ্যম। গত মঙ্গলবার মন্ত্রী তাঁর পিএসকে যে নোট পাঠিয়েছেন সেটা খুবই স্বাভাবিক। এটা নির্দেশনা নয়, একটা নোট, যা মন্ত্রীরা হৃদয় পিএস বা সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তার কাছে পাঠান।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের লেখা এসব নোটের বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রথম কথা হলো, আমি এ ধরনের কোনো নোট বা নির্দেশনা পাইনি। দ্বিতীয় বিষয় হলো, একজন কর্মকর্তার কী কাজ তা রুলস অব বিজনেসে বলা আছে। আমার রুলস অব বিজনেসের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আর তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, মন্ত্রী হচ্ছেন চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। তাঁরা যা বলবেন আমাদেরও সেভাবেই কাজ করতে হবে।'